বাংলা নাটকের বিবর্তনের প্রেক্ষাপট

উপস্থাপক

এ.টি.এম. সাহাদাতুল্লা

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ গিরিশচন্দ্রের প্রভাব ক্ষীরোদপ্রসাদের মধ্যে ভালো রকম ছিল। তবে গিরিশের প্রতিভার ধারে কাছে তিনি পৌঁছাতে পারেন নি। ঐতিহাসিক নাটক গুলিতে স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ আছে যথেষ্ট পরিমাণে। পৌরাণিক নাটক গুলি মূলত ভক্তিরসের। গিরিশের প্রভাব এই জাতীয় নাটকে প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়।

বিখ্যাত নাটকগুলি হল—

নরনারায়ন, পদ্মিনী, প্রতাপাদিত্য, চাঁদ বিবি, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, আলমগীর, আলিবাবা, সপ্তম প্রতিমা, পলিন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বাংলা ঐতিহাসিক নাটক রচনার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। অন্যান্য নাটক রচনাতেও দক্ষতা দেখিয়েছেন। বিখ্যাত নাটকগুলি হল—

- ঐতিহাসিক নাটক-- তারাভাঙ্গ, রানা প্রতাপ সিংহ, নুরজাহান, মেবার পতন, শাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত।
- পৌরাণিক নাটক--সীতা, পাষাণী, ভীষ্ম।
- সামাজিক নাটক--পরপারে, বঙ্গনারী।
- সামাজিক প্রহসন--কল্কি অবতার, ত্রাহস্পর্শ, বিরহ, প্রায়শ্চিত্ত, পুনর্জন্ম।

তুলসী লাহিড়ী

প্রখ্যাত নট-নাট্যকার, নাট্য পরিচালক, গীতিকার তুলসী লাহিড়ী ছিলেন যুগসন্ধির বিশেষ শিল্পী। যুগের অস্থিরতা সংসার জিজ্ঞাসা তাঁর সৃষ্ট শিল্পে ব্যক্ত হয়েছে। বাংলা গণনাট্য-নবনাট্য আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন তুলসী লাহিড়ী।

বিখ্যাত নাটকগুলি হল—

ছেঁড়া তার, দুঃখীর ঈমান, পথিক।

মন্মথ রায়

আধুনিক যুগে পৌরাণিক নাটক রচনায় বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন মন্মথ রায়। তবে পৌরাণিক নাটক ছাড়াও অন্যান্য নাটকেও তাঁর দক্ষতা আছে। নাটকে দ্বন্দ্বময়তা সৃষ্টি, সুতীর ভাবাবেগ সঞ্চার, অলংকৃত কাব্যময় ভাষা তাঁর নাটককে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। এছাড়াও বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিকের নৈপুণ্যে নতুনত্বে তাঁর নাটকগুলি জনপ্রিয় হয়েছে।

বিখ্যাত নাটক গুলি হল—

চাঁদ সওদাগর, দেবাসুর, কারাগার, খনা, সতী, বিদ্যুৎপর্ণা, মীরকাসিম, ধর্মঘট ইত্যাদি।

বিজন ভট্টাচার্য

বাংলা নাটক রচনার চিরায়ত ঐতিহ্য থেকে সরে এসে সাধারণ মানুষের জীবন সমস্যার কথা সাধারণ মানুষকে দেখাবার উদ্দেশ্য নিয়ে যারা নাটক রচনায় ব্রতি হয়েছিলেন বিজন ভট্টাচার্য তাঁদের অন্যতম। বাংলা গণনাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব। নাটককে জনসংযোগ ও গণ আন্দোলনের কাজে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বিজন ভট্টাচার্যের ভূমিকা অসামান্য।

বিখ্যাত নাটক গুলি হল--আগুন, জবানবন্দী, নবান্ন, জীবনকন্যা, দেবীগর্জন, গর্ভবতী জননী, আজ বসন্ত, মাস্টারমশাই, কৃষ্ণপক্ষ, মরাচাঁদ, অবরোধ ইত্যাদি।

শম্ভু মিত্র

উদাসীন নির্লিপ্ত জীবন রসিক নাট্য শিল্পী শম্ভু মিত্র অসাধারণ শিল্পবোধের জন্য মানুষের মনে স্মরণীয় হয়ে আছেন। গণনাট্য সংঘের শিল্পী হিসেবে নাট্যকার রূপে এবং অভিনয়ের মাধ্যমে একসময় থিয়েটার ও মঞ্চকে তিনি সচল রেখেছিলেন। তাঁর নাটকের বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক ভাবনার নতুনত্বে তিনি অমর হয়ে থাকবেন চিরকাল।

বিখ্যাত নাটকগুলি হল-- উলুখাগড়া, একটি দৃশ্য, বিভাব, কাঞ্চনরঙ্গ, চাঁদ বণিকের পালা, অতুলনীয় সংবাদ ইত্যাদি

বাদল সরকার

বাদল সরকারের আসল নাম সুধীন্দ্র সরকার। নাটক লিখেছেন বাদল সরকার নামে। নাটকের বিষয়ে ও রীতি নিয়ে তাঁর চিন্তার অন্যতম ফলাফল বাংলা অ্যাবসার্ড নাটক। আধুনিক যুগের যুনযন্ত্রনা, মানুষের অসহায়তা, একাকীত্ববোধ, তাঁর নাটকে বিশেষভাবে ভাষা পেয়েছে।

বিখ্যাত নাটক গুলি হল-- এবং ইন্দ্রজিৎ, বাকি ইতিহাস, রাম শ্যাম যদু, ত্রিংশ শতাব্দী, পাগলা ঘোড়া, বীজ, মণিকাঞ্চন ইত্যাদি।

উৎপল দত্ত

স্বাধীনতা উত্তরকালে নাটক ও নাট্য অভিনয়ের ইতিহাসে উৎপল দত্ত এক স্মরণীয় নাম। নতুন ভাবনা নিয়ে নাটক রচনার সূত্রপাত। মার্কসীয় বস্তুবাদে বিশ্বাসী উৎপল দত্ত চেয়েছিলেন নাটকের মাধ্যমে সামাজিক জীবনের বদল ঘটাতে। ফলে তাঁর নাটকগুলি ভীষণভাবে বাস্তব। নাটকে রাজনীতির প্রবেশ উৎপল দত্ত সফলভাবে ঘটিয়েছিলেন।

বিখ্যাত নাটকগুলি হল-- অঙ্গার, ফেরারী ফৌজ, কল্লোল, অজেয় ভিয়েতনাম, মানুষের অধিকারে, দিন বদলের পালা, লেনিনের ডাক, টিনের তলোয়ার ইত্যাদি। অনুবাদ মূলক নাটক রচনাতেও বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা নাট্যকারদের মধ্যে মোহিত চট্টোপাধ্যায় অন্যতম নাম। অ্যাবসার্ড নাটক রচনায় বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। গণনাট্য আন্দোলনের পুরোধাদের মতো তিনিও জনগণের সম্মিলিত শক্তির উত্থান ও শুভ শক্তির জাগরণে বিশ্বাসী ছিলেন। অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে জনশক্তির জয় ঘোষণা করেছেন।

বিখ্যাত নাটকগুলি হল-- কণ্ঠনালীতে সূর্য, মৃত্যু সংবাদ, রাজরক্ত, ক্যাপ্টেন হুররা, গিনিপিগ, বাইরের দরজা, অক্টোপাস লিমিটেড, রান্ফস, দর্পণ ইত্যাদি।

মনোজ মিত্র

সাম্প্রতিক কালের বিখ্যাত নট ও নাট্যকার মনোজ মিত্র মৌলিক নাটক রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মধ্যবিত্ত সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবন যন্ত্রণা তাঁর নাটকে বিশেষভাবে ভাষা পেয়েছে। মনোজ মিত্র একাধিক নাট্য সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নাটক রচনা ও অভিনয় সব দিকে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

বিখ্যাত নাটকগুলি হল-- নীলকণ্ঠের বিশ, পাখির চোখ, টাপুর টুপুর, চাক ভাঙ্গা মধু, মেঘ ও রান্ধস, প্রভাত ফিরে এসো, চোখে আঙুল দাদা, কেনারাম বেচারাম ইত্যাদি।

ব্রাত্য বসু

আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে ব্রাত্য বসু এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব। নাটক রচনা, অভিনয় পরিচালনা, চলচ্চিত্র অভিনয় ও পরিচালনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে অভিনয় শিল্পকলার সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে জড়িয়ে আছেন। এখনো তাঁর নাট্য সাধনা সমানভাবে বহমান রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে রয়েছে অরণ্যদেব, শাহর ইয়ার, ভাইরাস-এম, উইকল-টুইকল ইত্যাদি। তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নাটকের মধ্যে রয়েছে রুদ্ধসংগীত, চতুষ্কোণ, হেমলাত - গরানহাটার রাজকুমার, কৃষ্ণ গহোবর, সাতেরই জুলাই, বিকেলে ভোরের ষোড়শী ফুল, সুপারি নাটক ইত্যাদি।

ধন্যবাদ